কেন সামপ্রদায়িকতা প্রতিরোধ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসা বিলের বিরোধিতা করা উচিৎ

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

দুবছর আগে সনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ সামপ্রদায়িকতা প্রতিরোধ ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হিংসা(বিচার ও ক্ষতিপূরণের অধিকার) বিলের খসরা পেশ করেন। এই খসরা বিল সমপর্কে মতামত চাওয়া হয়। এই খসরা বিলের তীব্র সমালোচনা করি আমি। আমি লিখি যে আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। পার্লামেন্টে এই আইন পাশ হলে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব হবে। এই বিলটি তীব্র বিভেদমূলক কারণ জন্মের চিন্হের ভিত্তিতে এটি সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী। বিলে যে সর্বোচ্চ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তার হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত একটা বিশেষ সমপ্রদায়কে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার। ২০১১ সালে জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে পার্টি লাইন উপেক্ষা করেই মুখ্যমন্ত্রীরা এই বিলের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁদের বক্তব্যই ছিল ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে এই বিল।

দরজায় কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট। ঠিক এই সময়েই সামপ্রদায়িকতার তাস খেলতে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ফের একবার সংশোধিত খসড়া বিলের কপিসহ চিঠি পাঠাল রাজ্যগুলিকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ছাড়াই এটা করা হয়েছে।

গতকাল ২রা ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জে জয়ললিতা এই খসড়া বিল সমপর্কে তীব্র আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের আগে আয়োজিত সর্বদল বৈঠকে এআইডিএমকে নেতারাও বিষয়টি উত্থাপন করেন। বিলের বিরোধিতা করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীও। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত।এই বিলের কয়েকটি ধারা ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হানবে। বিলের বেশ কয়েকটা ধারার অপব্যবহার হতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বিশ্বাস আগের বিলে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা একেবারেই মামুলি। তিনি বারবার বলে আসছেন যে, শত্রুভাবাপন্ন আবহ বলে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হিসেবে এ কথাই বলা হয়েছে ভীতি প্রদর্শনকারী ও শত্রুভাবাপন্ন পরিবেশ তৈরি। অনেকরকম ভাবে যার অর্থ করা যায়। তিনি আরও বলেন, যেভাবে এই বিলে আমলাদের টার্গেট করার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে সামপ্রদায়িক স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে তাঁদের কাজ করাই একরকম অসমভব হয়ে দাঁড়াবে। বিলের এই নতুন খসড়া অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা থাকবে নির্বাচিত সরকারকে উপেক্ষা করেই রাজ্যের কাজে হস্তক্ষেপ করার। পরিশেষে তিনি এটাই বলেছেন খারাপ পরামর্শ নেওয়ার প্রবণতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমশই বাড়ছে।সংবিধান লঙ্ঘন করে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলিতে ঢুকে পড়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যদিও এই খসড়া বিল এখনও জনসমক্ষে আনা হয়নি, তবুও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এই বিল নিয়ে বিতর্কের যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর চিন্তাধারা যেমন স্বচ্ছ ও যুক্তিগ্রাহ্য তেমনই দেশের সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সমপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।